DHAKA TUESDAY NOVEMBER 5, 2019

The Daily Star

SECOND EDITION

www.thedailystar.net

Your Right to Know

REGD. NO. DA 781 | VOL. XXIX NO. 286 | KARTIK 20, 1426 BS | RABIUL AWAL 7, 1441 HIJRI | 20 PAGES PLUS LIFESTYLE PRICE: TK 12.00

The wide, murky world of AL 'FRONTS'

PARTHA PRATIM BHATTACHARJEE *and* WASIM BIN HABIB

They carry words like "Awami", "League", "Bangabandhu" or "Muktijodhha" in their names, but they don't have any charter, full-fledged committee or permanent office. They are also disowned by the ruling Awami League.

Still, these platforms, some of them sharing the name, are thriving and making fortune, cashing in on their links with some senior AL leaders.

Take the case of Bangladesh Awami Muktijoddha Prajanma League.

It was launched in 2007 to press for the release of AL chief Sheikh Hasina who was in jail at that time, according to the platform's President Asaduzzaman Durjoy. He said their objective is to "carry forward the spirit of the Liberation War from one generation to another".

Strangely, one would find at least six other organisations with the same name. Each of them claims to be the real one and each of them holds programmes, including discussions, seminars and roundtables, attended often by AL leaders.

None of them has any charter or permanent office.

Asked, Durjoy said, "All, except ours, are fake. They are using public sentiment to take benefits from the government."

He admitted that the AL constitution does not recognise their existence, let alone regard them as associate bodies. "But almost all the central leaders of the Awami League

SEE PAGE 2 COL 3

The last remaining mangrove trees of what was once a forest in Patuakhali's Gangamoti area. Sea erosion continues to wreak havoc on the coastline including the Kuakata beach. The photo was taken on Friday.

PHOTO: ANISUR RAHMAN

Khoka passes away in US

Govt to help family bring his body home

STAFF CORRESPONDENT

Freedom fighter and former mayor of undivided Dhaka City Corporation Sadeque Hossain Khoka passed away yesterday in the USA.

He was 68.

The BNP vice chairman breathed his last while undergoing treatment for cancer in a hospital. He had been suffering from kidney cancer since 2014 and his condition worsened a few days ago.

"My father died at the Memorial Sloan Kettering Cancer Center in New

SEE PAGE 2 COL 3

GDP GROWTH CALCULATION

Finance minister dismisses CPD's suspicion

STAFF CORRESPONDENT

Finance Minister AHM Mustafa Kamal has dismissed the Centre for Policy Dialogue's suspicion over the calculation of country's high GDP growth, saying poverty has eroded significantly in the country since 2001.

He said the rate of poverty has been reduced to 20 percent from 56.7 percent in 2001 and that it would not have been possible without a high GDP growth rate.

The minister came up with the remarks while talking to the journalists at the planning ministry yesterday.

When reporters raised the CPD's allegation that it had failed to get information from the government entities to analyse the GDP growth, Kamal, in reply, asked why the government would provide information to the CPD.

"I would have satisfied if the CPD had analysed its data considering the ongoing situation in the global economy," he said, adding that he was yet to read the analysis.

CPD on Sunday questioned the country's eight percent plus GDP growth, saying it came without a proportionate rise in private sector investments.

The minister also raised questions about the revenue source of the CPD and said the think tank should reveal its income source.

BERA MUNICIPALITY IN PABNA

Mayor running illegal 'river port'

BIWTA faces revenue loss

AHMED HUMAYUN KABIR TOPU

A municipality mayor has established what appears to be a small port on the Hurasagor river at Brishalikha in Pabna's Bera upazila.

Municipality Mayor Abdul Baten, also president of Bera Awami League, constructed a one-storey building, bearing a signboard, reading, "Brishalikha Non-Government Raj Ghat", on the bank of the river to manage the loading and unloading of goods from vessels and lorries.

On the other hand, the state-run Baghabari River Port, only about 10km away, is being deprived of revenue due to the diversion of river traffic to the unregulated "port", Bangladesh Inland Water Transport Authority (BIWTA) officials said.

"According to rules, only the BIWTA can operate a river port," Rafikul Islam, additional director of the BIWTA, told the Daily Star.

BIWTA officials said they repeatedly sent letters in the last few years requesting the authorities concerned to take action regarding the matter. But nothing has changed.

At an authorised river port, labourers, river routes, and vessels are managed by the BIWTA, Rafikul said, adding that the truckers and vessel owners also have to pay a fee to load and unload goods.

Sohrab Hossain, representative of a goods-transport company named, Poton Traders, said, "If we unload a vessel at Baghabari port, we must pay a hefty toll, which is too much for us. But we can easily unload goods at Brishalikha ghat, paying a lot less."

Companies have to pay Tk 34.5 for each tonne of unloaded goods at Baghabari port, according to officials.

"The charge is a big revenue source for the BIWTA. But due to poor activities at the Baghabari port, the government is facing losses," said

SEE PAGE 2 COL 3

ROHINGYA CRISIS

Asean leaders for durable solution

UNB, *Dhaka*

Asean leaders have reiterated the need to find a comprehensive and durable solution to the Rohingya crisis by addressing the root causes of the conflict in Rakhine State.

They laid emphasis on the efforts to create a "conducive environment" so that Rohingyas, now sheltered in Bangladesh, could rebuild their lives, according to a 52-point statement issued on the Asean Summit.

The heads of state and government of Asean member countries gathered in Bangkok for the 35th Asean Summit on November 2-3. They encouraged the continued and effective dialogue between Myanmar and Bangladesh to facilitate the repatriation of Rohingyas to their place of origin Rakhine.

They recalled the arrangement on "Return of Displaced Persons from Rakhine State" between Myanmar and Bangladesh, signed in 2017, and looked forward to the voluntary return of displaced persons in a "safe, secure, and dignified" manner.

The Asean leaders supported the implementation of the three points reached at the informal meeting between the foreign ministers of Bangladesh, Myanmar and China on September 23 in New York to facilitate the implementation of

SEE PAGE 2 COL 6

বাংলাদেশ ব্যাংক সংবাদ বিজ্ঞপ্তি

বৈধ উপায়ে রেমিট্যান্স প্রেরণের বিপরীতে নগদ সহায়তা প্রদান প্রসঙ্গে

দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নে এবং বৈদেশিক মুদ্রা রিজার্ভে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখছে প্রবাসী আয়। প্রবাসীরা তাদের কষ্টার্জিত আয় বৈধ চ্যানেলে দেশে প্রেরণ করে বেগবান করছে দেশের অর্থনীতি। ২০১৮-১৯ অর্থবছরে প্রবাসী বাংলাদেশিদের প্রেরিত রেমিট্যান্সের (Wage Earners' Remittance) পরিমাণ ১৬,৪১৯.৬৩ মিলিয়ন মার্কিন ডলার যা বিগত ২০১৭-১৮ অর্থ বছরে প্রাপ্ত রেমিট্যান্স ১৪,৯৮১.৬৯ মিলিয়ন মার্কিন ডলার এর তুলনায় ১,৪৩৭.৯৪ মিলিয়ন মার্কিন ডলার বেশি। বিগত অর্থবছরের তুলনায় রেমিট্যান্সের এই বৃদ্ধির হার ৯.৫৯%।

বাংলাদেশ সরকার এবং বাংলাদেশ ব্যাংকসহ সংশ্লিষ্ট সকল পক্ষ দেশে নিবিড়ভাবে রেমিট্যান্স প্রেরণকে অগ্রাধিকার দিয়ে কাজ করে যাচ্ছে। এরই ধারাবাহিকতায় প্রবাসীদের বৈধ চ্যানেলে রেমিট্যান্স প্রেরণকে আরো উৎসাহিত করতে বাংলাদেশ সরকার রেমিট্যান্স প্রেরণের বিপরীতে ০২ (দুই) শতাংশ হারে নগদ সহায়তা প্রদানের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছে। বাংলাদেশ সরকারের সিদ্ধান্তক্রমে বাংলাদেশ ব্যাংক বিগত ০৬ই আগস্ট, ২০১৯ সার্কুলার নং-৩১ এর মাধ্যমে **"বৈধ উপায়ে রেমিট্যান্স প্রেরণের বিপরীতে প্রণোদনা/নগদ সহায়তা প্রদানের নীতিমালা।"** জারি করে।

উল্লেখযোগ্য অনুচ্ছেদগুলো নিম্নে তুলে ধরা হলোঃ

১। (ক) বিদেশ হতে প্রেরিত প্রবাসী বাংলাদেশিদের রেমিট্যান্সের ক্ষেত্রে রেমিট্যান্স আহরণকারী ব্যাংক প্রযোজ্য বিনিময়হারে টাকায় রূপান্তরিত অর্থ প্রচলিত বিধিবিধান পরিপালন করতঃ উপকারভোগীর হিসাবে জমা/উপকারভোগীকে প্রদানের সময় উক্ত অর্থের উপর ২ (দুই) শতাংশ হারে নগদ সহায়তা প্রদান করবে;

(খ) বাংলাদেশস্থ ব্যাংকের সাথে সম্পাদিত চুক্তির আওতায় পরিচালিত বিদেশি এক্সচেঞ্জ হাউজ/ইন্টারন্যাশনাল মানি ট্রান্সফার অপারেটর/ব্যাংকের মাধ্যমে আলোচ্য অর্থ প্রত্যাবাসিত হতে হবে;

(গ) একজন প্রবাসীর রেমিট্যান্সের উপর প্রতিবারে সর্বোচ্চ মার্কিন ডলার ১৫০০ (এক হাজার পাঁচশত)/সমমূল্যের অর্থের জন্য উল্লিখিত হারে কোনো প্রকার কাগজপত্র ব্যতিরেকে প্রণোদনা সুবিধা প্রযোজ্য হবে;

(ঘ) ১(গ) তে উল্লিখিত পরিমাণের বেশি লেনদেন প্রাপককে রেমিট্যান্স প্রেরকের বৈধ কাগজপত্র (যেমন: পাসপোর্টের কপি এবং বিদেশি নিয়োগদাতা কর্তৃক প্রদত্ত নিয়োগপত্রের কপি/বিএমইটি প্রদত্ত সনদপত্রের কপি, ব্যবসায় নিয়োজিত ব্যক্তির ক্ষেত্রে ব্যবসার লাইসেন্সের কপি ইত্যাদি) রেমিট্যান্স প্রদানকারী ব্যাংক শাখায় দাখিল সাপেক্ষে নগদ সহায়তা প্রদান করা যাবে।

২। ২০১৯-২০২০ অর্থবছরের বাজেটে ঘোষণা অনুযায়ী প্রবাসী বাংলাদেশিদের বৈধ চ্যানেলে ০১ জুলাই ২০১৯ হতে প্রেরিত রেমিট্যান্সের বিপরীতে ২ শতাংশ হারে নগদ সহায়তা প্রদান শুরু করা হয়েছে।

৩। ১(ঘ) তে উল্লিখিত শর্ত মোতাবেক প্রাপক কর্তৃক রেমিট্যান্স গ্রহণের দিন প্রয়োজনীয় কাগজপত্র দাখিল করা সম্ভব না হলে পরবর্তী ৫ (পাঁচ) কর্মদিবসের মধ্যে তা উপস্থাপন করলে রেমিট্যান্স প্রদানকারী ব্যাংক তাকে প্রাপ্য নগদ সহায়তা প্রদান করবে।